

প্রযুক্তির নাম : বঙ্গপোসাগরে উৎপাদিত সামুদ্রিক শৈবাল থেকে নির্যাসকৃত এগার (BdAgar) আলুর টিস্যু কালচারে ব্যবহার  
প্রযুক্তির ছবি :



#### বিস্তারিত বিবরণ :

আলু বাংলাদেশের অর্থকরী ফসল। টিউবারের মাধ্যম এর চাষাবাদ হয়ে থাকে। রোগমুক্ত টিউবার উৎপাদন করতে টিস্যু কালচার পদ্ধতি অবলম্বন করতে হয়। টিস্যুকালচার পদ্ধতিতে ল্যাবরেটরীতে আলুর অনুচারা উৎপাদন করতে Murashige and Skoog (MS) 1962 মিডিয়া ব্যবহৃত হয়। উক্ত মিডিয়াকে জমাটবদ্ধ করতে এগার ব্যবহৃত হয়ে থাকে। প্রতি বছর বাংলাদেশে প্রায় ১২০০ টন এগার বিদেশ থেকে আমদানী হয়ে থাকে। এতে দেশের বিপুল পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা খরচ হয়। বাংলাদেশে সাধারনত: ফাইটোএগার (নেদারল্যান্ড), হাইমিডিয়া এগার (ইন্ডিয়া), এগার এগার (ইন্ডিয়া), এগার (জার্মানী) ইত্যাদি ব্যবহৃত হয়। *Gracilaria tenuistipitata* নামক সামুদ্রিক শৈবাল বঙ্গপোসাগরের উপকূলে জন্মায়। উক্ত শৈবাল থেকে বাংলাদেশে টিস্যু কালচার গ্রেড এগার (BdAgar) উৎপন্ন করা হয়েছে এবং উক্ত BdAgar টিস্যু কালচার ল্যাব, কন্দাল ফসল গবেষণা কেন্দ্র, বিএআরআই, গাজীপুর এ বহুল ব্যবহৃত বিদেশী এগারের সাথে আলুর টিস্যু কালচারের তুলনামূলক দক্ষতা পরীক্ষা করা হয়।

#### বৈশিষ্ট্যসমূহ :

প্রতি লিটার এমএস মিডিয়া জমাটবদ্ধ করতে ফাইটোএগার, হাইমিডিয়া এগার ও এগার এগার ৭.০ গ্রাম প্রয়োজন হচ্ছে। কিন্তু BdAgar প্রয়োজন হয় ৬.০ গ্রাম। এতে আলুর প্ল্যান্টলেট এর অবস্থা অন্যান্য এগার সমৃদ্ধ মিডিয়ার মত হয়ে থাকে। তাছাড়া এমএস মিডিয়াতে শিকড় উৎপাদনের ক্ষেত্রে প্রতি লিটারে ৫.০ গ্রাম BdAgar ভাল ফলাফল প্রদর্শন করে। অন্যান্য এগার প্রতি লিটারে ৭.০ গ্রাম প্রয়োজন হয়। অতএব, বাংলাদেশে উৎপাদিত BdAgar আলুর টিস্যু কালচারে বানিজ্যিকভাবে ব্যবহার উপযোগী।